Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:05 Page 1

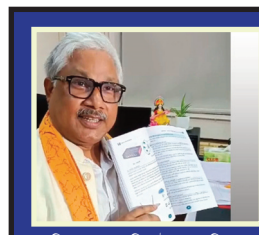
বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৭ কার্তিক ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৪ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬২৫সংখ্যা ।। ৮পাতা



বিগ বস বাংলা থেকে বেরনোর পর স্বপ্নপূরণ অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রার



পিছোচ্ছে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক, নিশ্চিত করলেন মন্ত্রী

প্রথম মুসলিম সেনেটর পেল আমেরিকা, ভোটে কাজে এল না ট্রাম্পের 'ইসলাম ভীতি'র টোটকা



পাকিস্তানে 'না', 'বন্ধু' ভারতের জন্য হরমুজ খুলল ইরান! বিরাট স্বস্তি দিল্লির



ভাঙল ইন্ডিয়া জোট! দিল্লিতে বন্ধুত্ব, তবু আলাদা প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেস-সিপিএমের



ট্রাম্প যুগের অবসান !

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় ধাক্কা



মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন ২০২৬-এর ঘোষিত ফলাফল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে সামনে এসেছে। মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ 'সিনেট'-এর নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়েছে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং নিম্নকক্ষ 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এও তারা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, ইরান যুদ্ধ এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন ভোটারদের তীব্র ক্ষোভ এই ফলাফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন ২০২৬-এর ঘোষিত ফলাফল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে সামনে এসেছে।

মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ 'সিনেট'-এর নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়েছে বিরোধী ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং নিম্নকক্ষ 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এও তারা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, ইরান যুদ্ধ এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্কিন ভোটারদের তীব্র ক্ষোভ এই ফলাফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ট্রাম্প বিগত ৮৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরাজয়ের মুখোমুখি হতে চলেছেন। নিম্নকক্ষে তাঁর দল বিগত নির্বাচনের তুলনায় রেকর্ড ৭৯টি আসনে পিছিয়ে পড়েছে। গত ২২টি মধ্যবর্তী নির্বাচনের ইতিহাসে কোনো আসীন প্রেসিডেন্টের জন্য এটিই সর্ববৃহৎ আসন হারানোর রেকর্ড।মার্কিন ভোটাররা দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভোটার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তারা দেশের বর্তমান গতিপথ নিয়ে 'ক্ষুব্ধ' বা 'অসন্তুষ্ট'।প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটারের মতে, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাদের পরিবারকে তীব্র বা মাঝারি ধরনের আর্থিক অনটনের মুখোমুখি হতে হয়েছে।ইরান যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একচ্ছত্র ও আগ্রাসী মনোভাব বিশ্বমঞ্চে এবং দেশের ভেতরে তাঁর ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ভারতের মতো বন্ধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিমুখী নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।ডেমোক্রেটিক পার্টি এই নির্বাচনে রিপাবলিকানদের একাধিক ঐতিহ্যবাহী শক্তঘাঁটিতে অভূতপূর্ব জয় ছিনিয়ে নিয়েছে।ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোশ টিউরেক পরাজিত করেছেন রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য অ্যাশলে হিনসনকে।এডাম হ্যামিল্টন হারিয়ে দিয়েছেন বিদায়ী রিপাবলিকান সিনেটর রজার মার্শালকে।সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সিনেটে ৫১টি আসন পেয়ে ইতোমধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাটরা।

অন্যদিকে, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এও তারা ২০০-র বেশি আসনে এগিয়ে থেকে জয়ের দৌড়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে।নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর নিজ ট্রুথ সোশ্যাল হ্যান্ডেলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের পরাজয় বা নীতির দায়ভার সরাসরি এড়িয়ে গিয়ে ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, তিনি নিজে ব্যালট পেপারে প্রার্থী ছিলেন না বলেই দল হেরেছে।তিনি লেখেন, তআমি এই নির্বাচনে সরাসরি লড়ছিলাম না। যদি আমি প্রার্থী হতাম, তবে আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করতাম।

অন্য একটি পোস্টে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে, এখন থেকে তিনি একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা ধারাভাষ্যকারের ভূমিকা পালন করবেন এবং নির্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীর জয়-পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখবেন। তবে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে, সিনেটে ক্ষমতা হারানো এবং প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের আধিপত্যের ফলে ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ সময়ে তাঁর আইনি ও নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে।

ঘোষণা শুভেন্দুর

পঞ্চায়েতে নিয়োগ হবে ৭১৯০ জন

নিউটাউনে তৈরি হবে নতুন ভবন



কলকাতা ঃপশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত দফতরে ৭১৯০টি শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী ২০২৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শুধু স্থায়ী পদে নিয়োগ নয়, পাশাপাশি এক হাজার অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নতুন নিয়ম চালু করা হবে। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসিকে। একই সঙ্গে নিউটাউনে পঞ্চায়েত দফতরের জন্য নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন তিনি।বুধবার পঞ্চায়েত ভবনে দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল-সহ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসক এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকরাও। বৈঠক শেষে নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানান শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে ৭১৯০টি শূন্যপদে নিয়োগ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও রকম অনিয়ম যাতে না হয়, সে জন্য নতুন নিয়ম চালু করা হবে। পিএসসির মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত দফতরের কাজকর্মের পরিধি বাড়ানোর জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে। নিউটাউনে নতুন পঞ্চায়েত ভবন তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন বিধানসভা ভবনের জন্য যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে, তার পাশেই পাঁচ একর জমিতে তৈরি হবে পঞ্চায়েত দফতরের নতুন ভবন।

এর ফলে দফতরের বিভিন্ন কাজ আরও সুসংগঠিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ দিনের বৈঠকে ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্পে যুক্ত রয়েছেন। এই প্রকল্পের জন্য মোট ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের দেওয়ার কথা আট হাজার কোটি টাকা। বাকি পাঁচ হাজার কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে প্রথম ধাপে কেন্দ্র ১২০০ কোটি টাকা দিয়েছে বলেও জানান তিনি। গ্রামীণ বাংলার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে গতি আনতে পঞ্চায়েত দফতরে একগুচ্ছ বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার সল্টলেকের পঞ্চায়েত ভবনে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবং পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রমাণিকের উপস্থিতিতে সমস্ত জেলার কাজের নিবিড় পর্যালোচনা ও রিপোর্ট কাটাছেঁড়া করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যবাসীর জন্য একাধিক বড়সড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক বরাদ্দের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি আশাপ্রকাশ করেন যে, খুব শীঘ্রই সমগ্র দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত দফতর একটি অনন্য 'রোল মডেল' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এ প্রসঙ্গে যোগ করেন, এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমান দফাতেই অন্তত সাত হাজার কোটি টাকার স্থায়ী সম্পদ বা 'পাবলিক অ্যাসেট' তৈরি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, আগামী দিনে এই প্রকল্পে নতুন করে আরও ২২ লক্ষ মানুষকে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, 'প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা'র আওতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৫৪ লক্ষ আবেদনকারীর সমীক্ষা শেষ হয়েছে, যার মধ্যে যোগ্য ৪৭ লক্ষ পরিবারকে পর্যায়ক্রমে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:05 Page 2

সরযূর তীরে লক্ষ দীপের মেলা !

দীপাবলিতে চলুন আলোর শহর অযোধ্যায়

দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব। কিন্তু সেই আলোর রোশনাই যদি রামরাজ্যের মাটি ছুঁয়ে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে, তাহলে তো কথাই আলাদা। অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে দীপোৎসবের ঝলক দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের ১৪ বছরের বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফেরার দিনটিকে স্মরণ করতেই দীপোৎসবের সূচনা। প্রতি বছরের মতো এবারও অযোধ্যা সেজে উঠছে এক অপূর্ব আলোকের ঝরনায়। ২০২৬ সালে দশম বর্ষে পা দিল রাজ্য সরকার আয়োজিত এই মেগা দীপোৎসব। ৫ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে মূল উৎসব। ৭ নভেম্বর সন্ধেয় নদীর চরে জ্বলবে লক্ষ লক্ষ মাটির প্রদীপ। তার পরদিন ৮ নভেম্বর মূল দীপাবলি। আর এই আলোর রূপকথা নিজের চোখে দেখতে আপনাকে পা রাখতেই হবে অযোধ্যায়।



দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব। কিন্তু সেই আলোর রোশনাই যদি রামরাজ্যের মাটি ছুঁয়ে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মেলে, তাহলে তো কথাই আলাদা। অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে দীপোৎসবের ঝলক দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের ১৪ বছরের বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফেরার দিনটিকে স্মরণ করতেই দীপোৎসবের সূচনা। প্রতি বছরের মতো এবারও অযোধ্যা সেজে উঠছে এক অপূর্ব আলোকের ঝরনায়। ২০২৬ সালে দশম বর্ষে পা দিল রাজ্য সরকার আয়োজিত এই মেগা দীপোৎসব। ৫ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে মূল উৎসব। ৭ নভেম্বর সন্ধেয় নদীর চরে জ্বলবে লক্ষ লক্ষ মাটির প্রদীপ। তার পরদিন ৮ নভেম্বর মূল দীপাবলি। আর এই আলোর রূপকথা নিজের চোখে দেখতে আপনাকে পা রাখতেই হবে অযোধ্যায়।

দীপোৎসবে ভাসবে সরযূ তীর

অযোধ্যার দীপোৎসবের আসল আকর্ষণ রাম কি পৈড়ি। সরযূ নদীর ধারের ঘাটগুলোতে সন্ধে নামলেই এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি হয়। সারি সারি জ্বলতে থাকা প্রদীপের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে গোটা নদীর বুক। লেজার শো-এর সঙ্গে নদীর ঘাটে দেখা যাবে সন্ধ্যারতি। থাকে ড্রোন শো ও রকমারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছর নিজের গড়া রেকর্ড নিজেই ভাঙে অযোধ্যা। ২০২৬ সালেও এর ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না।

রাম জন্মভূমি দর্শন

অযোধ্যা ভ্রমণ রাম জন্মভূমি মন্দির দর্শন ছাড়া অসম্পূর্ণ। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর থেকে সারা বছরই এখানে ভক্তদের ঢল নামে। উৎসবের দিনে এখানকার ভোল পালটে যায়। রাম মন্দিরের কাছেই উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হনুমান গড়ী। প্রচলিত বিশ্বাস, শ্রীহনুমান নিজেই রক্ষা করেন এই প্রাচীন নগরীকে। মন্দির থেকে গোটা শহরের রূপ চোখে পড়ে। তবে উৎসবের দিনগুলোতে রাম মন্দির ও হনুমান গড়ীতে প্রবল ভিড় হয়। তাই হাতে সময় নিয়ে বেরোনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

নগরীর অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

অযোধ্যার অলিগলিতে লুকিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। রানি কৈকেয়ীর দেওয়া সোনার প্রাসাদের গল্প জড়িয়ে রয়েছে কনক ভবনের সঙ্গে। রাম ও সীতার এই মন্দিরের অলংকরণ দেখার মতো। ভিড় এড়িয়ে শান্ত মনে ঠাকুর দর্শনের জন্য এটি দারুণ জায়গা। পাশেই রয়েছে রাজা দশরথের প্রাচীন বাসস্থান দশরথ মহল। শহরের অন্যতম জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র এটি। অন্যদিকে, কেবল রামায়ণের ইতিহাস নয়, নবাবী আমলের ছোঁয়া পেতে ঘুরে আসতে পারেন গোলাপ বাড়ি থেকে। অযোধ্যার পাশেই ফৈজাবাদে অবস্থিত এই সুন্দর বাগান ও সমাধিসৌধ। আওধের তৃতীয় নবাব সুজা-উদ-দৌলার তৈরি এই জায়গাটি স্থাপত্যপ্রেমীদের মন ভরাবেই।

কীভাবে পৌঁছাবেন?

অযোধ্যায় এখন সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে। শহরের মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় মূল শহরে। এছাড়া লখনউ বিমানবন্দর থেকেও গাড়ি নিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টায় অযোধ্যা আসা সম্ভব। রেলে আসতে চাইলে অযোধ্যা ধাম জংশন কিংবা অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামতে হবে। সড়কপথে লখনউ, বারাণসী বা প্রয়াগরাজ থেকে সহজেই বাস মেলে। তবে উৎসবের দিনগুলোতে রাস্তায় গাড়ি চড়ার আগে ট্রাফিকের কথা ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:05 Page 3

পুজো পাস বিক্রির মামলায় গ্রেপ্তার ইন্দ্রনীলের ‘বন্ধু’ ধ্রুবজ্যোতি

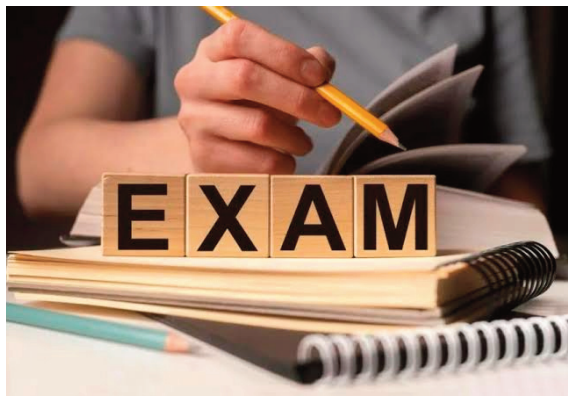


ইউনেসকোর নাম ভাঁড়িয়ে পুজো পাস বিক্রির মামলায় গ্রেপ্তার ইন্দ্রনীল সেনের ‘বন্ধু’, তথা মূল অভিযুক্ত ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ। ইন্দ্রনীল গ্রেপ্তারির পর থেকেই পলাতক ছিলেন দুর্নীতির ‘মাস্টারমাইন্ড’ শুভ। তিনি ছিলেন ইন্দ্রনীলের সংস্থা ‘মাস আর্ট’-এর সেক্রেটারি। সম্প্রতি হাই কোর্টে ধ্রুবজ্যোতির আগাম জামিনও খারিজ হয়। বুধবার রাতে মধ্য কলকাতার পোদ্দার কোর্টের কাছ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারের ‘সিট’। এরপরেই এই বিষয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, কোটি কোটি টাকা এরা চুরি করেছে। ডাকাতটা আগেই ধরা পড়েছে। এটা তো নিকৃষ্টতম চোর। তদন্তে গোয়েন্দারা জেনেছেন, পুজোর পাস বিক্রি ছাড়াও টুরিস্ট লজ সংস্কার, বইমেলা, গানমেলা চলচ্চিত্র উৎসবের কর্মসূচির সরকারি টেন্ডার বেআইনিভাবে ঘনিষ্ঠদের পাইয়ে দিয়ে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বেশি কাটমানি নিয়ে ইন্দ্রনীল নিজে ও আত্মীয়দের সংস্থার মাধ্যমে নানা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরিয়েছেন তিনি। মন্ত্রিত্বের সুবাদে মমতার ছায়াসঙ্গী এই মন্ত্রী নিজের ঘনিষ্ঠ নানা সংস্থাকে টেন্ডারের বরাত দিতেন। কোর্টে পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে দুর্নীতি চক্রে যুক্ত তিনজনের গোপন জবানবন্দি নিয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ইন্দ্রনীলের ঘনিষ্ঠ মাস আর্ট সোসাইটি, গিডি ক্রিয়েশন, থার্ড আই ক্রিয়েশন ছাড়াও রূপকার সংস্থা টেন্ডার পেত। মেলা-উৎসবের স্টল, ইভেন্টের টেন্ডারের বরাত পেত গিডি ক্রিয়েশন। একটি পর্বে ৫৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকার টেন্ডার পায় জিডি। ৫০ কোটি ৩১ লাখ টাকা গিয়েছে থার্ড আই ক্রিয়েশনে। যদিও নিয়ম মেনে এই সংস্থার ইভেন্ট করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্য দু'টি সংস্থাকে পৃথক খাতে প্রায় ৬০ কোটি টাকার টেন্ডার দেন তিনি। থার্ড আই ক্রিয়েশন টেন্ডার পায় ৩৬ কোটি ৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। গিডি থেকে সরাসরি ইন্দ্রনীলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা। রূপকার নামের সংস্থা পায় ৮ কোটি ২১ লাখ ৩৩ হাজার টাকার টেন্ডার।

বরাতের বিনিময়ে ইন্দ্রনীলের স্ত্রী ও মেয়ের অ্যাকাউন্টে কাটমানির টাকা গিয়েছে, অভিযোগ। গিডি থেকে ৪.৫ লাখ ও থার্ড আইয়ের ৬৬ লাখ টাকা গিয়েছে মাস আর্টে। আবার গার্ড আই থেকে ২২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা গিয়েছে ইন্দ্রনীলের মেয়ের অ্যাকাউন্টে। ২০টি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে। টেন্ডারের আরও বিপুল কাটমানির লেনদেনের তথ্য আগামীতে জানা যাবে বলে আদালতে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা।

ভোটের পর এবার জনগণনা

সূচি বদলের মুখে ২০২৭-এর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক



ভারতের জাতীয় জনগণনার (সেনসাস) ধাক্কায় রাজ্যে পিছিয়ে যেতে পারে ২০২৭ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। আগামী বছরের গোড়াতেই দেশজুড়ে জনগণনার দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হওয়ার কথা। এই দেশব্যাপী প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করার জেরে রাজ্যের দুই বড় বোর্ড পরীক্ষার সূচি ও নির্ঘণ্ট বদলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিকাশ ভবন ও পর্ষদ।

কলকাতাঃ ভারতের জাতীয় জনগণনার (সেনসাস) ধাক্কায় রাজ্যে পিছিয়ে যেতে পারে ২০২৭ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। আগামী বছরের গোড়াতেই দেশজুড়ে জনগণনার দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হওয়ার কথা। এই দেশব্যাপী প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করার জেরে রাজ্যের দুই বড় বোর্ড পরীক্ষার সূচি ও নির্ঘণ্ট বদলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিকাশ ভবন ও পর্ষদ। সরকারি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জনগণনার কাজ চলার কথা, যা সংশোধনীসহ আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত গড়াতে পারে। অন্যদিকে, পূর্বঘোষিত সূচি মেনে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু একই সময়ে শিক্ষক সমাজকে একদিকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ এবং অন্যদিকে পরীক্ষা হলের নজরদারিতে রাখা বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই পরিকাঠামোগত জটিলতা এড়াতে পর্ষদ ইতিপূর্বেই স্কুলশিক্ষা দফতরের কাছে পরীক্ষা পিছনোর একটি খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন রুটিন অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। পর্ষদের এই পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও ১৬ মার্চের পর পরীক্ষা শুরুর নীল নকশা তৈরি করছে। সংসদের সভাপতি অসিতকুমার মণ্ডল জানান, মাধ্যমিকের খসড়া সূচির ওপর নজর রেখেই আমরা আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিকের দিনক্ষণ পুনর্নির্ধারণের কাজ শুরু করেছি। এদিকে, পর্ষদের সভাপতি লালু দাস স্পষ্ট করেছেন যে, এটি একটি প্রাথমিক প্রস্তাব মাত্র, চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

স্কুলশিক্ষা দফতরের অনুমোদনের পরেই নতুন নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে।ক্ষ্ম তবে এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শিক্ষামহলে ও শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি হয়েছে। শিক্ষকদের একটি বড় অংশ পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়াকেই যুক্তিযুক্ত মনে করছেন, কারণ তাঁদের মতে পর্যাপ্ত শিক্ষক ছাড়া এত বড় পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব। অন্যদিকে বিকল্প ভাবনার দাবিও উঠছে। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, ক্ষ্মপড়ুয়াদের দীর্ঘদিনের একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। হঠাৎ সূচি বদলালে তাদের ওপর নেতিবাচক মানসিক চাপ পড়বে। আমাদের দাবি, পরীক্ষার সূচি অপরিবর্তিত রেখে জনগণনার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হোক। শিক্ষাবিদদের একাংশের আশঙ্কা, পরীক্ষা মার্চ মাসে পিছিয়ে গেলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশের চেনা সময় সারণীও ধাক্কা খাবে। মে মাসের মধ্যে একাদশ শ্রেণির পঠনপাঠন শুরু করার যে প্রশাসনিক লক্ষ্য থাকে, তাও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। পরীক্ষার সূচি ও জাতীয় কর্তব্যের এই টানাপোড়েনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হয়, এখন সেদিকেই চাতক পাখির মতো তাকিয়ে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক।

ডিএ নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্য

বকেয়া মেটাতে ৯ মাস পরও কী হল, জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট



কলকাতা বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ফের ব্যাখ্যা চাইল সুপ্রিম কোর্ট। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত রায় দেওয়ার পর প্রায় ন'মাস পেরিয়ে গেলেও কেন এখনও পুরো অর্থ কর্মীদের হাতে পৌঁছল না, মঙ্গলবার শুনানিতে সেই প্রশ্নই তুলেছে শীর্ষ আদালত।

কলকাতা ৷বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ফের ব্যাখ্যা চাইল সুপ্রিম কোর্ট। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত রায় দেওয়ার পর প্রায় ন'মাস পেরিয়ে গেলেও কেন এখনও পুরো অর্থ কর্মীদের হাতে পৌঁছল না, মঙ্গলবার শুনানিতে সেই প্রশ্নই তুলেছে শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে রাজ্যের অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের আওতাধীন কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র বিষয়টিও আলাদা করে সামনে এসেছে। বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া নজরে রাখতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরি হয়েছে, সেই কমিটির কাছেই গ্রান্টস ইন এইড কর্মীদের দাবির বিস্তারিত হিসাব পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট। এ দিন রাজ্যের তরফে তৃতীয় স্টেটাস রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, আগামী ১৪ ডিসেম্বর ফের বৈঠকে বসবে ইন্দু মালহোত্রা কমিটি। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৯ জানুয়ারি। তবে শুনানির সময় বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চের প্রশ্ন, ফেব্রুয়ারির রায়ের পর এতটা সময় কেটে গেলেও সম্পূর্ণ বকেয়া কেন মেটানো সম্ভব হল না? আদালতের এই প্রশ্নে ডিএ পরিশোধের গতি নিয়ে ফের চাপ তৈরি হল রাজ্যের উপর। কর্মচারীদের হয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকরা এখনও পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র কোনও অর্থ পাননি। অন্য আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের দাবি, আগের সরকারের তরফে কমিটির কাছে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত মেটানো হয়েছে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। শুধু শিক্ষক নয়, অনুদাননির্ভর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের কর্মীদের নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের বক্তব্যও আদালত নিযুক্ত কমিটির সামনে রাখার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই অংশটিই এখন মামলার নতুন দিক। মূল সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর অনুদাননির্ভর কর্মীসমাজের পাওনা কতটা, কী ভাবে এবং কত সময়ের মধ্যে মেটানো হবে;কমিটির রিপোর্টে তার ছবিও স্পষ্ট হওয়ার কথা। রাজ্য অবশ্য আগেই হাই কোর্টে জানিয়েছিল, গ্রান্টস ইন এইড কর্মীরাও বকেয়া ডিএ পাবেন, তবে প্রক্রিয়াটি শেষ করতে সময় প্রয়োজন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:05 Page 4

সম্পাদকীয়

৪ নভেম্বর ২০২৬ ।। বুধবার

ম্যাজিক শেখার স্কুল...

কলকাতায় ম্যাজিক শেখার স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই স্কুলের নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ স্কুল অফ ম্যাজিক, ইল্যুশন অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস'। রাজ্য সরকারের একাধিক দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই কেন্দ্র শুধু ম্যাজিক শেখানোর জায়গা নয়। এটি ভারতের জাদুকরী ঐতিহ্য সংরক্ষণ করবে, নতুন শিল্পী তৈরি করবে এবং পর্যটন কেন্দ্র বাড়াবে।সরকার ইতোমধ্যে একটি রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে রয়েছেন বিখ্যাত জাদুকর জয়শ্রী সরকার ও মানেকা সরকার। এছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পর্যটন দপ্তর, উচ্চশিক্ষা দপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিরাও আছেন। কমিটিতে একজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, জাদুঘর উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় জাদুঘর পরিষদের প্রতিনিধি এবং দুইজন শিক্ষাবিদও রয়েছেন। এই শিক্ষাবিদরা পরিবেশন শিল্প ও পাঠ্যক্রম তৈরির কাজে অভিজ্ঞ।মুখ্যমন্ত্রী 'পশ্চিমবঙ্গ স্কুল অফ ম্যাজিক, ইল্যুশন অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস' স্থাপনের প্রস্তাবে অনুমোদন করেছেন। পুজোর পর উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা বৈঠক করবেন। প্রথমে তাঁরা একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন বা ডিপিআর তৈরি করবেন। ডিপিআর তৈরি হলে তারপর ক্যাম্পাসের নকশা, নির্মাণকাজ, শিক্ষক নিয়োগ ও পাইলট প্রকল্প শুরু হবে। সবশেষে স্কুলের উদ্বোধন হবে। সরকার তিন বছরের মধ্যে এই স্কুল চালু করার লক্ষ্য নিয়েছে।কলকাতাকে জাদু ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই এগোবে এই স্কুল। প্রস্তাবিত স্কুলটি উদীয়মান শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেবে। ভারত ও বাংলার ম্যাজিকের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য আর্কাইভ ও সংগ্রহশালা থাকবে। শিশুরাও ম্যাজিক শিখতে পারবে।

পাশাপাশি এটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে। দর্শকরা এখানে এসে ম্যাজিকের অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন।বাংলার দেশি খাসির মাংস, ইলিশের বিভিন্ন পণ্য ও চিংড়ি শুঁটকি জিআই স্বীকৃতি পেতে চলেছে। আবেদন প্রক্রিয়া এগিয়েছে, আগামী এক বছরের মধ্যে স্বীকৃতি পাওয়ার আশা। কিন্তু জিআই তকমা কী এবং এই স্বীকৃতি পেলে বাংলার উৎপাদকদের কী লাভ হবে?রাজ্য সরকারের টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, জনহিতকর অনুদান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথতা দিয়ে এই স্কুল চলবে। শুধু জাদুকর তৈরি নয়, স্কুলটি মঞ্চসজ্জা, পোশাক পরিকল্পনা, আলোকসজ্জা ও নির্মাণের মতো কাজের প্রশিক্ষণও দেবে। এতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে।এই উদ্যোগের খবরে উচ্ছ্বসিত মানেকা সরকার। তিনি বলেন, এর আগে দীর্ঘকাল ধরে ধারণা করা হতো যে ভ্যান গগের আঁকা ছবিটির উপরের অংশটি মেষ রাশির কোনো তারামণ্ডল। তবে, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালে প্রকাশিত 'দ্য অ্যাকচুয়াল স্কাই অফ ভ্যান গগস স্টারি নাইট এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিঅকনস্ট্রাকশন' নামক গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, ভ্যান গগের ছবির কেন্দ্রীয় পাঁচ তারার বিন্যাস মেষ রাশির সঙ্গে নয়, বরং হায়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলে।জাদু ও পারফর্মিং আর্টসের এমন একটি স্কুল খোলার ইচ্ছে আমার বাবা পি সি সরকার জুনিয়রের ছিল। এটা একটা স্বপ্নের প্রকল্প। আমরা 'বেঙ্গল কা জাদু'র কথা শুনি, কিন্তু এর ভিতরে কী আছে তা অনেকেই জানি না।তিনি আরও বলেন, বাংলায় জাদু বা ইন্দ্রজালের খুব সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। আমার বাবা এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

১৫০-র বেশি কারখানা বন্ধ, কী বলছে বাংলাদেশ সরকার ?



বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল। ২ নভেম্বর, গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান পোশাকশ্রমিকরা। আন্দোলনের জেরে ১৫০টিরও বেশি পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা করতে হয়েছে। একাধিক জায়গায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও বিজিবি। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার সকাল থেকেই গাজীপুরের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক, সফিপুরের পল্লিবিদ্যুৎ এলাকা এবং চন্দ্রায় বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে পুলিশ ও বিজিবির সঙ্গে তাঁদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে পুলিশের তিনটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় এবং কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ইটের আঘাতে এক বিজিবি সদস্য আহত হন। সংঘর্ষে কয়েকজন সাংবাদিকও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।গাজীপুরের নাওজোর এলাকায় বিক্ষোভের ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হন সময় টিভির এক প্রতিবেদক ও ক্যামেরা পার্সন।

তাঁদের ক্যামেরাও ভাঙচুর করা হয়। এর আগেও কয়েকজন সাংবাদিকের উপরে হামলা চালানো এবং তাঁদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট আমজাদ হোসেন জানিয়েছেন, শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ১৫০টিরও বেশি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।শেখ হাসিনা থেকে মুহাম্মদ ইউনূস হয়ে তারেক রহমান, তিনটি আমল বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের কোথায় দাঁড় করিয়েছে, সে দিকে চোখ ফেরানো জরুরি। কেন ফিরছে ১৮ শতকের স্মৃতি?এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে মুখ খুলেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। সোমবার সকালে পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী দাবি করেন, শ্রমিকদের আন্দোলনের পিছনে কিছু শিল্পমালিক, প্রাক্তন সাংসদ এবং প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন পোশাকশিল্পের মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছেন। কয়েকটি কারখানা পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এই ধরনের কারখানার মালিকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।একই সঙ্গে আন্দোলনের নামে অশান্তি তৈরিতে যুক্ত শ্রমিকনেতা ও সংগঠনগুলির তালিকাও চেয়েছে সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, পোশাকশিল্পের পরিস্থিতির উপরে নজর রাখতে ২৪ ঘণ্টার নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সদর দফতরে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ তৈরি করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত অ্যাপের মাধ্যমে পরিস্থিতির উপরে নজর রাখা হবে। তাঁর বক্তব্য, শ্রমিক আন্দোলনের আড়ালে যারা হিংসা এবং অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।তবে শ্রমিকদের মূল দাবি, মাসিক ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করা। এই দাবি বিবেচনার জন্য সরকার ইতোমধ্যেই একটি মজুরি বোর্ড গঠন করেছে বলে জানিয়েছেন সালাহউদ্দিন। তাঁর দাবি, মালিক এবং শ্রমিক;উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নাম নিয়ে নিয়ম মেনেই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। দ্রুত বোর্ডের বৈঠক করে আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নতুন ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে।

সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁদের বক্তব্য ও প্রস্তাব শুনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।কিন্তু একদিকে ৩০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন, অন্যদিকে সরকারের তরফে আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। মজুরি বোর্ডের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবি কতটা পূরণ হয়, আর তার আগে শিল্পাঞ্চলের অস্থিরতা কতটা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, এখন সেটাই দেখার।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:05 Page 5

কেদারতালে তুষারঝড়

বাঁকুড়ার ৫ ট্রেকার সহ নিখোঁজ ৮, উদ্ধারে তৎপর দুই রাজ্য

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ উত্তরাখণ্ডের কেদারতালে ট্রেকিং করতে গিয়ে ভয়াবহ তুষারঝড়ের মুখে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন ৮ জনের এক অভিযাত্রী দল। আশঙ্কাজনক বিষয় হল, এই ৮ জনের মধ্যে ৫ জনই পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে বাঁকুড়ার শালবনী ও কেশরা গ্রামসহ গোটা এলাকায়। সময় গড়ালেও নিখোঁজদের কোনো সন্ধান না মেলায় পরিবারগুলিতে কাটছে উৎকণ্ঠার প্রহর।নিখোঁজ পাঁচ বাঁকুড়াবাসী হলেন শালবনী গ্রামের তাপস বাউরি, রতন ঘোষ, রিন্টু মণ্ডল ও উদয় ঘোষ এবং কেশরা গ্রামের মনোজ খাওয়াস। তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্য তিনজনের মধ্যে দু'জন উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের এবং একজন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির বাসিন্দা।এই বিপর্যয় সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু



অধিকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, নিখোঁজদের উদ্ধারে উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনার ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর সার্বক্ষণিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। উদ্ধারকাজে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) ও বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে, যাঁরা উত্তরাখণ্ডের এসডিআরএফ ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ যুবকদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সব ধরনের প্রশাসনিক ও মানসিক সমর্থনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দ্রুত ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে সরকার কোনো খামতি রাখবে না জানালেও, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিখোঁজদের সুনির্দিষ্ট সন্ধান না মেলায় পরিবার ও গ্রামবাসীদের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে।

সাংসদ তহবিলের অনুদানে গঙ্গাজলঘাটি ফুটবল ময়দানের উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ফুটবল ময়দানের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ এক ভূমিপুজো ও শুভ সূচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে এলাকার ক্রীড়া



পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সাংসদ তহবিল থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে গঙ্গাজলঘাটি ফুটবল ময়দানের এই সার্বিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সাংসদ সৌমিত্র খাঁর পাশাপাশি বড়জোড়ার বিধায়ক বিলেশ্বর সিনহাও উপস্থিত ছিলেন। এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণে এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আয়োজকদের মতে, এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলের উদীয়মান খেলোয়াড়রা উন্নত মানের পরিকাঠামো ও অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। পরিশেষে আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন মাঠ আগামী দিনে স্থানীয় প্রতিভাদের বিকশিত করে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের পরিচিতি তৈরিতে সাহায্য করবে এবং তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নপূরণের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

পাকুয়াহাটে ড্রাগ কন্ট্রোলের হানা, ওষুধের দোকানগুলিতে লাইসেন্স ও নথিপত্র পরীক্ষা



নয়া জামানা, বামনগোলা ঃ ওষুধ বিক্রিতে সরকারি নিয়মকানুন যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে মালদার বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট এলাকায় অভিযান চালাল ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর। বুধবার আয়োজিত এই বিশেষ অভিযানে দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বামনগোলা থানার পুলিশকর্মী ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। অভিযান চলাকালীন আধিকারিকরা এলাকার বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ঢুকে লাইসেন্সের মেয়াদ, বিক্রির নথিপত্র এবং মজুত ওষুধের পরিমাণ খতিয়ে দেখেন। বিশেষ করে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি এবং মেয়াদউত্তীর্ণ ওষুধ মজুত বা বিক্রির মতো বেআইনি প্রবণতা বন্ধে কড়া নজর দেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও মানসম্মত ওষুধ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতেই প্রশাসনের এই পদক্ষেপ।প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যনিরাপত্তা রক্ষায় আগামী দিনেও পাকুয়াহাটসহ বামনগোলা ব্লকের অন্যান্য এলাকাগুলিতে নিয়মিত নজরদারি ও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রশাসনের এই কঠোর প্রশাসনিক তৎপরতার ফলে এলাকার ওষুধ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বেলিয়াতোড়ে পুলিশের হানা, উদ্ধার ১ কেজি ৭৭ গ্রাম গাঁজা

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বেলিয়াতোড় থানার লোহারপাড়া এলাকায় এক গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করল পুলিশ।প্রায় ৬০ বছর বয়সি পুটকিনি লোহার নামে এক মহিলার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুত রয়েছে বলে খবর পায় বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। সেই সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাত থেকেই ওই বাড়িটি ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। আজ সকালে বাড়িটি থেকে মোট ১ কেজি ৭৭ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে



পুলিশ দল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গৃহকর্ত্রী পুটকিনি লোহারকে পুলিশ আটক করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত আইনের জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। উক্ত বিশেষ তল্লাশি অভিযানে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন বড়জোড়ার বিডিও, বেলিয়াতোড় থানার সিআই এবং ওসি অনিমেষ চর। বেআইনি এই মাদক কারবারের সাথে অঞ্চলে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করেছে।

অসম-বাংলা সীমান্তে লরি চালকদের পথ অবরোধ, ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে স্তব্ধ যান চলাচল

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে লরি আটকে রাখার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অসম-বাংলা সীমান্ত। কয়লা, কার্বন, স্ক্র্যাপ ও ছাই বোঝাই লরি বাংলায় প্রবেশে বাধার প্রতিবাদে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চার ঘণ্টা পথ অবরোধ করেন পণ্যবাহী গাড়ির চালকরা। এর ফলে বাংলা থেকে অসমমুখী লেনে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।চালক একনাথ মলেকর, দিনেশ চৌহান ও মফিজুর রহমানদের দাবি, চালান, ইনভয়েস ও জিএসটির সমস্ত বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বাংলায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সীমান্তের বিভিন্ন পার্কিংয়ে প্রায় ১০০টি লরি দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কয়েকটি গাড়ি তো দু'মাস ধরে আটকে। ফলে মালিকদের বিপুল আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি চালকরা খাবার ও পানীয় জলের কষ্টে ভুগছেন।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:05 Page 6

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব নিলেন নতুন সভাপতি ও সহকারী সভাপতি



নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নবনির্বাচিত সভাপতি মহারানী বিশ্বাস এবং সহকারী সভাপতি বিনীতা দাস সরকার। বুধবার পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে গিয়ে তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁদের ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ।উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন নির্বাচনে বিজেপির মহারানী বিশ্বাস সভাপতি এবং এনসিপিআই-এর বিনীতা দাস সরকার সহকারী সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জল্পনা ও টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে নতুন নেতৃত্বের হাতে দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় প্রশাসনিক কাজকর্মে একটি নতুন

অধ্যায়ের সূচনা হলো।এখন ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ কীভাবে এগিয়ে চলে, সেদিকেই নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের পরিষেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে নতুন বোর্ড কী ভূমিকা পালন করে, আগামী দিনেই তা স্পষ্ট হবে। নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যক্রমে গতি আসে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে সফল জটিল অস্ত্রোপচার, প্রাণে বাঁচল ১৪ বছরের কিশোরী



নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় যুক্ত হল আরও এক সাফল্যের অধ্যায়। কোচবিহার জেলার

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এক ১৪ বছরের কিশোরীর অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ হাইমেনোটমি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য অসম থেকে তীব্র পেটে ব্যথা নিয়ে ওই কিশোরী এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখার পর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ সোমা মণ্ডল অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। ডাঃ সোমা মণ্ডলের নেতৃত্বে এই অস্ত্রোপচার সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন চিকিৎসক ডাঃ দীপিকা মণ্ডল ও ডাঃ নিলয় ভট্টাচার্য। পাশাপাশি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট শুভঙ্কর মজুমদার এবং সিস্টার-ইন-চার্জ কেকা বিশ্বাস সহ নার্স মুক্তিমালা সরকার ও ববিতা সেন ঈশোরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্ব এই সাফল্য অর্জনকে তরান্বিত করে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সরকার গোটা চিকিৎসক দল ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এই দক্ষতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সরকারি হাসপাতাল মানেই পরিকাঠামোর অভাব বা চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা;সাধারণ মানুষের মনে প্রচলিত এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের এই অর্জন উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থায় নতুন আশার আলো দেখাল।

অসম থেকে আসা একজন রোগীর সফল চিকিৎসায় প্রমাণ হলো যে সঠিক পরিকল্পনা ও দক্ষ দল থাকলে সরকারি হাসপাতালেও জটিল চিকিৎসা সফলভাবে সম্ভব, যা সাধারণ মানুষের আস্থা আরও অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাষের জমিতে ফিতা কেটে পেঁয়াজ চাষের সূচনা, শ্রমিকদের বরণ কৃষকের



মুর্শিদাবাদ ঃ চাষের জমিতে বেলুনের সাজ। প্রবেশপথে ফিতা। চাষের কাজ শুরুর আগে শ্রমিকদের হাতে নতুন গামছা, সঙ্গে মিষ্টিমুখ। পেঁয়াজ চাষের সূচনাকে ঘিরে এমনই অভিনব আয়োজন করলেন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার কাঞ্চননগরের কৃষক রিপন মণ্ডল। বুধবার তাঁর জমিতে এই আয়োজন ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন চাষাবাদের বাইরে ছিলেন রিপন। এ বার নতুন করে পেঁয়াজ চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সেই কাজের শুরুতেই মাঠে পরিশ্রম করতে আসা শ্রমিকদের সম্মান জানাতে বিশেষ উদ্যোগ করেন। জমিটি বেলুন দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি সেখানে কর্মরত ২০ জন শ্রমিকের হাতে তুলে দেন নতুন গামছা। তাঁদের মিষ্টিমুখ করিয়ে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে পেঁয়াজ চাষের সূচনা করা হয়।সাধারণত কৃষিজমিতে চাষের মরসুম শুরু হয় পরিচিত নিয়মেই। জমি তৈরি, বীজ বোনা কিংবা চারা রোপণের মধ্য দিয়েই শুরু হয় কাজ। কিন্তু সেই চেনা ছবির বাইরে গিয়ে শ্রমিকদের নিয়ে উৎসবের আবহ তৈরি করলেন রিপন। তাঁর এই উদ্যোগে খুশি শ্রমিকেরাও।

কৃষক-ব্যবসায়ীদের সুবিধায় সামশেরগঞ্জে নতুন পাইকারি সবজি বাজার



সামশেরগঞ্জ ঃ সামশেরগঞ্জের কৃষক, ব্যবসায়ী ও বেকার যুবকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলতে চলেছে। বাসুদেবপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে উঠেছে বৃহৎ পাইকারি সবজি বাজার চৌধুরী সবজি বাজার। আগামী ৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাজারের উদ্বোধন হতে চলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় উৎসাহ তৈরি হয়েছে। বাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জাতীয় সড়কের পাশে বাজারটির অবস্থান হওয়ায় পণ্য পরিবহণ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। দূরদূরান্ত থেকে বড় গাড়িতে করে সবজি নিয়ে আসা এবং পণ্য ওঠানামার সুবিধার্থে বাজার চত্বরে রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত জায়গা ও বৃহৎ পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এর ফলে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত সবজি সহজেই বাজারে নিয়ে এসে কেনাবেচা করতে পারবেন। পাশাপাশি পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছেও এই বাজার হয়ে উঠতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র।

বাজার কর্তৃপক্ষের দাবি, চৌধুরী সবজি বাজার চালু হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় এক হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল চৌধুরীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই বাজারে কৃষকদের আর্থিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দোকান দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।সামশেরগঞ্জে এত বড় পরিসরে পাইকারি সবজি বাজার চালু হওয়ায় স্থানীয় কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। একদিকে যেমন কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য আরও বড় বাজার পাবেন, অন্যদিকে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে চৌধুরী সবজি বাজার সামশেরগঞ্জের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে চলেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।



Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:06 Page 7

এনডিএর পথে ‘কাকা’ ?



দুই শিবিরে বিভক্ত এনসিপি-র মিলন জল্পনা নিয়ে যখন ‘উথাল-পাথাল’ জাতীয় রাজনীতি, তখন শরদ পওয়ারকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রাথমিকভাবে এনসিপি প্রধানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি। তবে শরদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিঠল মানিয়ার জানান, ফোনালাপে শরদ-কন্যা সুপ্রিয়া সুলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ চালানোর বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি পুণেতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিঠল। তিনি বলেন, তআজ সকালে প্রধানমন্ত্রী সাহেবের (শরদ) স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী সাহেবকে বিশ্রামের আর্জি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সুপ্রিয়া এখন প্রস্তুত। সুপ্রিয়া এবং আমরা সবাই মিলে দেশ সামলে নেব। আপনি বিশ্রাম নিন।দ বিঠল আরও বলেন, তপ্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শরদ জানান, তিনি বিশ্রামই নিচ্ছেন। দেশ নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই।দ বিঠলের কথায়, তসাহেব মোদিকে জানান, আপাতত তিনি বিশ্রামে রয়েছেন। তাঁরা সবাই যখন আছেন, তখন দেশ নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই।দ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল , সুপ্রিয়ার মোদি মন্ত্রিসভায় যোগের জল্পনা বেশ কয়েকমাস ধরেই চলছে। তাহলে সেই জল্পনায় কি শীঘ্রই সিলমোহর পড়তে চলেছে? এই প্রশ্নটিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে?

অন্যদিকে, স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শরদ। তবে এনসিপি প্রধান বা মোদি কেউই তাঁদের কথোপকথনের বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শরদ। কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলার পর বুধবার তিনি ছাড়া পান। এদিকে, গত সোমবার সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন এনসিপি নেতা (অজিত পওয়ার গোষ্ঠী) প্রফুল প্যাটেল, সুনীল তটকরে, ছগন ভুজবল, দিলীপ ওয়ালসে প্যাটেল, ধনঞ্জয় মুন্ডের মতো নেতারা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল , সেই বৈঠকে ছিলেন না প্রয়াত অজিতের স্ত্রী তথা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার এবং তাঁর পুত্র পার্থ পওয়ার। সূত্রের খবর, তাঁদের বাদ দিয়েই শরদ পওয়ার নেতৃত্বাধীন এনসিপি-র সঙ্গে ‘সংযুক্তি’র সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে শাহের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, দুই গোষ্ঠীর জুড়ে যাওয়ার পর এনসিপি-র বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে শরদ-মোদির ফোনালাপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাহলে কি দুই এনসিপির মিলন এবং শরদের এনসিপি গমন কি শুধুই সময়ের অপেক্ষা? যদিও মোদি-শরদের এই ফোনালাপকে ‘সৌজন্যমূলক’ বলেই ব্যাখ্যা করছেন এনসিপি (শরদ গোষ্ঠী) এবং বিজেপি শিবির।

পরনির্ভরতা কাটিয়ে নৌসেনাকে স্বাবলম্বী হতেই হবে, বার্তা স্বামীনাথনের



বহিরাগত শক্তির ওপর কোনো রকম নির্ভরতা না রেখে যুদ্ধ পরিচালনা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকা এবং দ্রুত অভিযোজন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৌবাহিনীকে পুরোপুরি আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিলেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। মঙ্গলবার একটি গবেষণা সংস্থার আয়োজিত জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, আত্মনির্ভরতার অর্থ কখনও বিচ্ছিন্নতা নয়। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গে কোনো দুর্বল অবস্থানে না থেকে, পূর্ণ শক্তির জায়গা থেকে সহযোগিতা বজায় রাখা। বর্তমান আন্তর্জাতিক অস্থিরতা ও সংঘাতের প্রসঙ্গ তুলে নৌসেনা প্রধান উল্লেখ করেন, পুরোনো ভূরাজনৈতিক বিভাজনগুলি নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে সামরিক শক্তির ব্যবহার ক্রমেই স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

ইউরোপের সাম্প্রতিক যুদ্ধের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন যে, যেকোনো বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সংঘাতের সময়ে বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে সামরিক বাহিনীর সার্বিক প্রস্তুতিতে। এই কারণে একুশ শতকের নৌবাহিনীকে এমন এক সক্ষমতায় পৌঁছাতে হবে, যাতে বাইরে থেকে সাহায্য না পেয়েও নিজ দক্ষতায় সমস্ত অভিযান অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। পাশাপাশি প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, আধুনিক ও বিধ্বংসী প্রযুক্তি এখন ভালো-মন্দ সব পক্ষেরই হাতের নাগালে চলে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামরিক ব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতা দূর করা, গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় বাড়ানো এবং নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তিতে জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে উদ্ভাবিত যেকোনো প্রযুক্তি যাতে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রের কার্যকর শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, সে বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বহিরাগত শক্তির ওপর কোনো রকম নির্ভরতা না রেখে যুদ্ধ পরিচালনা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকা এবং দ্রুত অভিযোজন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৌবাহিনীকে পুরোপুরি আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিলেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন।

সোনম ওয়াংচুকের স্কুলের কাজ বন্ধের নির্দেশ লাদাখ প্রশাসনের

জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল লাদাখ প্রশাসন। কোনো ধরনের সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ওয়াংচুকের সংস্থা ‘হিমালয়ান ইনস্টিটিউট
অব অল্টারনেটিভস’-এর (এইচআইএএল) অধীনে ‘ডেজার্ট ফ্লাওয়ার স্কুল’ চালু করার অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন। লেহর তহসিলদার কার্যালয় থেকে গত পয়লা নভেম্বর জারি করা একটি নোটিসে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিসটি পাঠানো হয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গীতাঞ্জলি জে আংমোকে, যিনি সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে সাফ জানানো হয়েছে, বিচারাধীন মামলার চূড়ান্ত রায়
না আসা পর্যন্ত ওই বিতর্কিত স্থানে যথাস্থাবস্থা বজায় রাখতে হবে এবং এমন কোনো পদক্ষেপ করা যাবে না যা আদালতের প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফিয়াং অঞ্চলে গড়ে ওঠা ডেজার্ট ফ্লাওয়ার স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্যদের জন্য অনাপত্তিপত্র চেয়ে লেহর জেলা শাসকের কাছে গত ২২ সেপ্টেম্বর একটি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র বা চূড়ান্ত অনুমতি পাওয়ার আগেই বিদ্যালয়টিতে পঠনপাঠন এবং অন্যান্য কাজকর্ম শুরু করে দেওয়া হয়। এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছিল গত বছর আগস্ট মাসে। ওয়াংচুকের প্রতিষ্ঠানটিকে যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা বাতিল করে দেয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে প্রতিষ্ঠানটি, যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। মামলা চলাকালীন নতুন করে স্কুল চালু করায় এবার আইনি ও প্রশাসনিক বিধিনিষেধ জারি করল প্রশাসন।

সুপ্রিম কোর্টে অয়েল ইন্ডিয়া, নোটিস কেন্দ্র ও অসম সরকার-কে

অসমের ডিব্রু-সাইখোয়া জাতীয় উদ্যানের ভূগর্ভস্থ অঞ্চল থেকে হাইড্রোকার্বন উত্তোলনের জন্য অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রস্তাব খারিজ হওয়ার মামলায় কেন্দ্র ও অসম সরকারের জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনোর ডিভিশন বেঞ্চ পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং অসম সরকারকে নোটিস জারি করার নির্দেশ দিয়েছে। আদালতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অয়েল ইন্ডিয়ার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। কারণ ডিব্রু-সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন অঞ্চলে ভারতের মোট হাইড্রোকার্বন মজুতের প্রায় তিন শতাংশ রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেখানে কাজ আটকে থাকায় দেশের জ্বালানি ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি আদালতের কাছে ব্যাখ্যা দেন যে, এই প্রকল্পে কোনো প্রথাগত খনন বা খনি তৈরির কাজ হচ্ছে না। সংস্থাটি বিশেষ ‘এক্সটেন্ডেড রিচ ড্রিলিং’ প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় উদ্যানের সীমানার বাইরে পরিকাঠামো রেখে মাটির প্রায় চার হাজার মিটার গভীরে সমান্তরালভাবে ড্রিলিং করা হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 05-11-2026 00:06 Page 8

ওয়ানডে বিশ্বকাপেও লেগাসি ইভেন্টের ভাবনা আইসিসি'র



নয়াদিল্লিঃ অলিম্পিক কিংবা ফুটবল বিশ্বকাপের মতো বড় ইভেন্টের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার পোশাকি নাম লেগাসি ইভেন্ট। যে দেশগুলো বিশ্বকাপ কিংবা অলিম্পিক আয়োজনের জন্য বিড করে, তাদের আলাদা করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ বিশ্বকাপের আগে তারা কীভাবে ওই লেগাসি ইভেন্টের পরিকল্পনা করছে, সেটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। অনেকের মনে হবে কী এই লেগাসি ইভেন্ট? সহজ কথায়, বিশ্বকাপের ঐতিহ্যকে মাঠের বাইরে আরও বেশি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। খেলাটি নিয়ে উন্মাদনা আরও বাড়ানো। ক্রিকেট বিশ্বকাপে অবশ্য এর আগে লেগাসি ইভেন্টের বিশেষ চল ছিল না। তবে আসন্ন আফ্রিকা বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় চমক হতে পারে লেগাসি ইভেন্ট। দুই দশক পর আবার আফ্রিকার মাটিতে বিশ্বকাপ ফিরছে। যা নিয়ে আইসিসি বিস্তর পরিকল্পনা করে রেখেছে। ফরম্যাটে অভিনবত্ব নিয়ে আসা হয়েছে। জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাবনা তো রয়েছে। সঙ্গে যোগ হতে চলে চলেছে লেগাসি ইভেন্ট। যতই টি-টোয়েন্টির দাপাদাপি চলুক না কেন, আইসিসির সবচেয়ে প্রাইম ইভেন্ট ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সবচেয়ে লাভজনকও। এবার বিশ্বকাপ নিয়ে উন্মাদনা বাড়াতে অনেক বেশি প্রমোশনাল ইভেন্ট করবে আইসিসি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্লু-প্রিন্ট প্রায় চূড়ান্ত। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আইসিসি-র বৈঠক রয়েছে বালিতে। যেখানে থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আইসিসি-র সেই বৈঠকেই যাবতীয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। লেগাসি ইভেন্টের করার অর্থ হল- টুর্নামেন্টের যে বিশাল ঐতিহ্য, সেটা আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া। অফ্রিকার বিভিন্ন দেশে নানা অনুষ্ঠান চলবে কয়েক মাস যাবৎ। আফ্রিকা মহাদেশে যে'সব দেশে ক্রিকেটের চল একেবারেই নেই, সেখানে ক্রিকেট নিয়ে আরও বেশি করে প্রচার করা হবে। সে'দেশের সরকারের সঙ্গে আইসিসি আলোচনা করবে। স্কুলে ক্রিকেট বাধ্যতামূলক করার করার চেষ্টা করা হতে পারে। পাশাপাশি ক্রিকেটের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হবে। তার জন্য মাঠ তৈরি থেকে শুরু করে ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে। কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বিভিন্ন জায়গায়। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে গিয়ে জুনিয়র ক্রিকেটারদের ক্লাস করানো হতে পারে। যাতে তারা আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার খুদে ক্রিকেটারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে বিশেষ কোচিং ক্লাস করানো, সবকিছুই থাকতে পারে ওই লেগাসি ইভেন্টে। কোচেদের আলাদা করে ট্রেনিং দেওয়া হবে। তার জন্য তিরিশ-চল্লিশ জন কোচকে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রাসরুট ডেভলপমেন্টে আরও জোর দেওয়া হবে। বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক মাস আগে থেকেই হয়তো শুরু হয়ে যাবে এই লেগাসি ইভেন্ট। আসলে বিশ্বকাপের সাফল্যকে শুধু ভিউয়ারশিপ, দর্শক সংখ্যার বিচারে আটকে রাখতে চাইছে না আইসিসি। তারা চায় বিশ্বকাপের বিশেষ ছাপ রেখে যেতে। যাতে বিশ্বকাপ শেষের পরও আফ্রিকার দেশগুলোতে ক্রিকেট নিয়ে চর্চা চলে। নতুন প্রজন্ম ক্রিকেট নিয়ে আরও বেশি উৎসাহী হয়। যে সব দেশে ক্রিকেটের বিশেষ চল নেই, সেখানেও ক্রিকেট নিয়ে চর্চা বাড়ে। বিশ্বকাপের সার্থকতাই তো সেখানে। বিশ্বকাপ-উৎসব শুরু হবে। আবার তা কয়েক সপ্তাহ পর শেষও হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই উৎসবের রেশ ধরেই আফ্রিকার মাটিতে যাতে ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনার আরও বীজ বপন করা যায়, আইসিসি সেরকমই পরিকল্পনা করে রেখেছে।

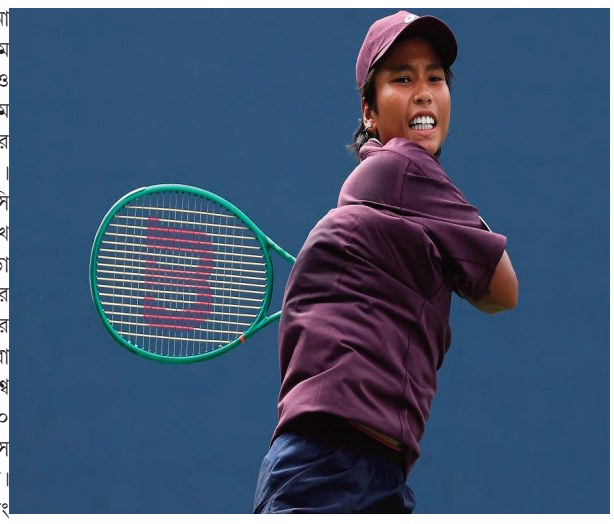
ঘরের মাঠে ধাক্কা, দক্ষিণ কোরিয়ার দলের কাছে হেরে এশীয় স্বপ্নে ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের



ইস্টবেঙ্গলঃ ১ হাচিওন কেএসপিওঃ ৪ গত মরশুমে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা দলকে হারিয়ে এশীয় অভিযানের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। কিন্তু বুধবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে বড়সড় ধাক্কা খেল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ব্রিগেড। এদিন মশাল গার্লসের প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার শক্তিশালী দল হাচিওন কেএসপিও। কিন্তু এগিয়ে গিয়েও তাদের বিরুদ্ধে হারতে হল লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। ফলে এডব্লিউসিএল অভিযানে বড় ধাক্কা খেল দল। ঘরের মাঠে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরুটা দারুণ করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ধারেভারে এগিয়ে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার দলটি আক্রমণ শানালেও পালটা আক্রমণের পথে হাঁটেন রেস্টি নাঞ্জিরিরা। বেশ কয়েকবার লাল-হলুদের ডিফেন্স বিপাকে পড়লেও সামাল দিয়ে দেন আনোমা ওপোকুরা। প্রথম ১৫ মিনিট সেয়ানে সেয়ানে টক্কর চলে দুই দলের মধ্যে। ১৭ মিনিটের মাথায় লাল-হলুদের ম্যাজিক মোমেন্ট। একেবারে একক দক্ষতায় ডিফেন্ডারদের বোকা বানিয়ে গোল করেন ফাজিলা ইকুয়াপুট। এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পর হাচিওন তেড়েফুঁড়ে কামব্যাক করে। ২৫ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গোল শোধ করে দক্ষিণ কোরিয়ার দলটি। যদিও গোলের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক থাকবেই।

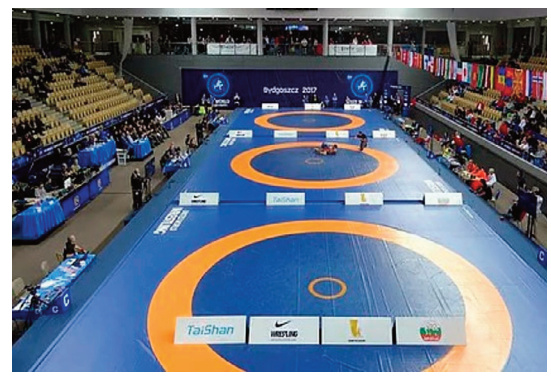
শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টানটান লড়াইয়ের পর ১-১ ফলে ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু বিরতির পর লাল-হলুদ রক্ষণ একেবারে ভেঙে পড়ে। ৫১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল। পাঁচ মিনিটের মাথায় ফের গোল। বুধবারের ম্যাচের ভাগ্য ওখানেই লেখা হয়ে যায়। ম্যাচের শেষ দিকে জয়ের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় হাচিওন। এসিএল টু'তে ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ দলের বিদায় কার্যত নিশ্চিত। মহিলা দলের আশা কিছুটা বেঁচে থাকলেও এডব্লিউসিএলের পরের পর্বে যাওয়ার পথটা খুব কঠিন। কারণ পরের প্রতিপক্ষ উত্তর কোরিয়ার এপ্রিল ২৫ এসসি, যারা হাচিওনকেও হারিয়েছে। ফলে প্রথম দুইয়ে শেষ করাটা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে বিরাট চ্যালেঞ্জ। তৃতীয় স্থানে থাকা দলগুলির মধ্যে সেরা হয়ে পরের রাউন্ডে যাওয়ার একটা পথ অবশ্য খোলা থাকবে সুলঞ্জনা রাউলদের জন্য।

গ্র্যান্ড স্ল্যামে চমকের পর চেন্নাই ওপেনে নজর থাইল্যান্ডের মানাঞ্চায়ার



ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'-র প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে চেন্নাই ওপেনের প্রথম দিনের খেলা ভেস্তে গেলেও এসডিএটি টেনিস স্টেডিয়ামে নজর কাড়লেন থাইল্যান্ডের তরুণী মানাঞ্চায়া সাওয়াংকাও। জুলাই মাসে উইম্বলডনে ফরাসি ওপেনের ফাইনালিস্ট মায়া খে য়ালিনস্কাকে হারিয়ে সাড়া ফেলে দেওয়া এই ২৪ বছর বয়সি টেনিস তারকা এবার ভারতের মাটিতে নিজের সেরা ফর্ম দেখাতে মরিয়া। বিশ্ব ক্রমতালিকায় বর্তমানে ৮০ নম্বরে থাকা মানাঞ্চায়ার টেনিস যাত্রাটা মোটেই সহজ ছিল না। থাইল্যান্ডের ছোট্ট শহর সিং বুরিতে রেস্তরাঁ ব্যবসায় যুক্ত এক পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র দশ বছর বয়সে টেনিস অনুশীলনের জন্য তিনি পারি জমান ব্যাংককে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এক বছর পড়াশোনা করলেও পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হওয়ার লক্ষ্যেই দেশে ফিরে আসেন। পরিবারের পূর্ণ সমর্থনে আইটিএফ সার্কিটে একের পর এক খেতাব জিতে নিজেকে তৈরি করেন এই থাই কন্যা। চলতি মরসুমে তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সাফল্য এসেছে। ফেব্রুয়ারিতে মুম্বইয়ে কেরিয়ারের প্রথম

বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে বিপাকে বিশ্বজয়ী কুস্তিগির



বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে আন্তর্জাতিক পদকজয়ী এক অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় ফ্রিস্টাইল কুস্তিগিরকে আসন্ন কমনওয়েলথ কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের সিলেকশন ট্রায়াল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন (ডব্লিউএফআই)। চলতি বছরেই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জেতা ওই প্রতিভাবান কুস্তিগির-সহ আরও কয়েক জনের ক্ষেত্রে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী ৪ থেকে ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার পোলোকওয়ানেতে অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-২০ এবং সিনিয়র বিভাগের কমনওয়েলথ কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সেই টুর্নামেন্টের দল নির্বাচনের জন্য আগামী ৬ নভেম্বর ট্রায়াল নির্ধারিত হয়েছে।

অনূর্ধ্ব-১৭ ও ২০ মহিলাদের ট্রায়াল হবে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে এবং পুরুষদের ট্রায়াল হবে লখ নউয়ের সাই রিজিওনাল সেন্টারে। অভিযোগ, চলতি বছরের শুরুতে ভিয়েতনামের দা নাং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পরবর্তীতে আজারবাইজানের বাকুতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দল নির্বাচনের সময়েই ওই কুস্তিগিরের বয়স নিয়ে গরমিল ধরা পড়ে। ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নথিপত্র এবং পরিচয়পত্রের ইতিহাস খতিয়ে দেখে জানা যায়, তিনি নিজের বয়স দুই বছর কমিয়েছেন। যদিও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে পেশ করা বার্থ সার্টিফিকেটে দাবি করা হয় তাঁর বয়স ১৬ বছর। সেই সময়ে ফেডারেশন তাঁকে এবং একই সমস্যায় পড়া আরও কয়েক জনকে 'এককালীন বিশেষ ছাড়' দিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামার অনুমতি দিয়েছিল। তবে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতে আর এমন সুযোগ মিলবে না। গত ২৭ অক্টোবর ডব্লিউএফআই-এর জারি করা নির্দেশিকায় পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে যাঁরা বয়স ভাঁড়ানোর পর এককালীন ছাড় পেয়েছিলেন, তাঁদের আগামী কোনও ট্রায়ালে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। ট্রায়ালের দিন ঘনিয়ে আসতেই নিয়মে ছাড় দেওয়ার জন্য ফেডারেশনের কাছে একাধিক অনুরোধ আসতে শুরু করেছে। তবে ভারতীয় কুস্তিকে বয়স কারচুপির কলঙ্ক থেকে মুক্ত রাখতে ফেডারেশন এবার নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকতে চাইছে বলেই সূত্রের খবর।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।